টাকা নিয়েও নম্বরপত্র দেননি প্রধান শিক্ষক

ছবি: সংগৃহীত

তাড়াশ (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

প্রকাশ: ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ | ০১:৫৯

নিয়ম নেই, তারপরও তাড়াশে কুন্দাশন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদের বিরুদ্ধে ২৫০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরপত্র দিতে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে ফল প্রকাশের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও ২৫ থেকে ৩০ শিক্ষার্থী নম্বরপত্র পায়নি। তারা প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষে গিয়ে টাকা ফেরত চেয়েছে।

একাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক জানান, গত ১১ ডিসেম্বর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়। ওই দিনই প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশীদ ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ২৫০ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরপত্র বাবদ ৩০ টাকা করে নেন। কয়েকজন শ্রেণি শিক্ষক দিয়ে তিনি ওই টাকা আদায় করেন। কিন্তু রসিদ দেওয়া হয়নি। এর পর বিদ্যালয় শীতকালীন ছুটি শেষে সব শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হয়। এর এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোনো শিক্ষার্থীকেই নম্বরপত্র দেওয়া হয়নি। নম্বরপত্র না পেয়ে সকালে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী জিসান, ঈশান, নবম শ্রেণির মাহিন, আবদুল্লাহসহ ২৫ থেকে ৩০ শিক্ষর্থী প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে টাকা ফেরত চায়। প্রধান শিক্ষক টাকা না দিয়ে শিক্ষার্থীদের তার কক্ষ থেকে বের হয়ে যেতে বলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা জানায়, উপবৃত্তি দেওয়ার কথা বলে প্রধান শিক্ষক অনেক শিক্ষর্থীর কাছ থেকে টাকা আদায় করেছেন। অথচ তাদের উপবৃত্তি দেওয়া হয়নি। টাকাও ফেরত দেননি। এভাবে নানা অজুহাতে টাকা আদায় করে থাকেন প্রধান শিক্ষক, যা নিয়ে অভিভাবকদের মধেও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

প্রধান শিক্ষক আব্দুর রশিদ টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কিছু টাকা খরচ হয়। ফান্ডে টাকা না থাকায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ৩০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার বা বের করে দেওয়ার অভিযোগ সঠিক নয় বলে জানান তিনি।

এ প্রসঙ্গে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুস সালাম জানান, নম্বরপত্রের জন্য ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায় অবৈধ। অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।